বঙ্গবন্ধুর আরেক খুনি পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপনে: আনন্দবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত আরেক খুনি রিসালদার (বরখাস্ত) মোসলেম উদ্দিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপনে রয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতার প্রভাবশালী গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা।

সোমবার এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গ্রেফতার ও ফাঁসি কার্যকর হওয়া বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। তার ফাঁসি কার্যকরের আগে তার কাছ থেকে বাংলাদেশের গোয়েন্দারা মোসলেম উদ্দিনের অবস্থান জেনে নেয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতের গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। তবে অন্য একটি সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, মাজেদ আটক হওয়া মাত্রই নিজের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গা ঢাকা দিয়েছে মোসলেম উদ্দিন।

ভারতের গোয়েন্দাদের একটি সূত্রের দাবি, লকডাউনের সময় ভারত থেকে মোসলেম উদ্দিনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ায় সমস্যা হতে পারে বলে ঢাকা বিষয়টি ভারতের গোয়েন্দাদের জানায়। ভারতীয় গোয়েন্দারা এই খুনিকে কার্যত তাড়িয়ে সীমান্তের কোনো একটি অরক্ষিত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে সরকারিভাবে কিছুই স্বীকার করা হয়নি।

গোয়েন্দা সূত্রে আরও খবর, উত্তর ২৪ পরগনার একটি আধাশহরে ইউনানি চিকিৎসক সেজে ভাড়া ছিলেন মোসলেম উদ্দিন।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হানা দেয়া দলটির সামনের সারিতে ছিল মোসলেম উদ্দিন। অনেকের দাবি, মোসলেম উদ্দিনই গুলি করে হত্যা করেছিল শেখ মুজিবকে।

গত ১২ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন

(বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আবদুল মাজেদ ২৩ বছর ধরে কলকাতায় আত্মগোপনে ছিলেন।

প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১২ আসামিকে ২০০৯ সালে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ ও মুহিউদ্দিন আহমেদের ফাঁসি ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি কার্যকর হয়।

রায় কার্যকরের আগে ২০০২ সালে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মারা যান আসামি আজিজ পাশা।

আবদুল মাজেদ গ্রেফতার হওয়ার পর এখন পলাতক আছেন পাঁচজন। তারা হলেন- খন্দকার আবদুর রশীদ, শরিফুল হক ডালিম, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, এ এম রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেম উদ্দিন। সূত্র-যুগান্তর

ইমরুল কায়েস এর পিতার ইন্তেকাল

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ইমরুল কায়েস এর পিতা বানি আমিন বিশ্বাস ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন।

এর আগে গত ২৩ মার্চ মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ এর সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত হন।

পরে হেলিকপ্টার যোগে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

ত্রাণের চাল চুরি: আরও ১২ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত

ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে আরও ১২ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বরখাস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও ৯ জন ইউপি সদস্য রয়েছেন।

ইতিপূর্বে গত ১২ এপ্রিল ৩ জন ও ১৫ এপ্রিল ৯ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। ফলে এ পর্যন্ত মোট ২৪ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

আজ যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তারা হলেন-নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার অর্জুনপুর বরমহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুস সাত্তার, কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মখদুম কবীর তন্ময় এবং বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মির্জা গোলাম হাফিজ সোহাগ।

বরখাস্ত হওয়া ইউপি সদস্যরা হলেন- বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. জাকির হোসেন এবং ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. রোকনুজ্জামান, ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. আব্দুর রব পাটোয়ারী, নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার অর্জুনপুর-বড়মহাটি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. রেজা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য শেখ মোশারেফ হোসেন এবং ৩ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য রনি বেগম, সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাসকাউলিয়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাগবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. আল-আমিন চৌধুরী এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত সদস্য মোছা. আছিয়া খাতুন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায়

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাৎ, ভিজিডির চাল আত্মসাৎ, খাদ্য সহায়তা চাইতে আসা লোকজনকে মারধর, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দেশের সংকটময় মুহূর্তে এলাকায় অনুপস্থিত থাকা, উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় অনুপস্থিত ইত্যাদি কারণে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হল। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে আছেন এবং কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

ত্রাণের চাল চুরি নিয়ে তোলপাড় চলছে দেশে। এই কাজে জনপ্রতিনিধিদের জড়িত থাকার খবর প্রকাশ হলে জনমনে ক্ষোভ আরও বাড়ে।

পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম ইতোপূর্বে ত্রাণ বিতরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দেন এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়।আজ ১২ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হল। সূত্র-যুগান্তর

আবারও বাড়তে পারে সাধারণ ছুটি

করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় দেশে চলমান সাধারণ ছুটি আরও বাড়ানো হতে পারে। করোনা সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ৩১ দিনের ছুটি চলছে দেশে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণ রোধে মানুষকে ঘরে রাখতে ছুটি আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। এজন্য ছুটি বাড়ানোর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ছুটি বাড়ানোর বিষয়টি পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করছে। তবে টানা ছুটি দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। বিপুল সংখ্যক মানুষকে করেছে কর্মহীন। ছুটি আরও বাড়ানো হলে

করোনায় মারা গেল আরও ৯ জন, নতুন আক্রান্ত ৩০৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৩০৬ জন।

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩০৬ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৪ জনে। । এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২,১২৪।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি এখনো পাননি মুক্তিযোদ্ধা সনদ

মোমিন চৌধুরী মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের উজ্জল নক্ষত্রের নাম। ১৯৭১ সালের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। মুজিবনগর দিবস সহ মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ৮০ পেরিয়েছেন।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাতকার-

মে.প্র: আপনি কেমন আছেন?
মোমিন চৌধুরী: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আতঙ্কে আছি। সেই সাথে আফসোস হচ্ছে করোনা পরিস্থিতে এবার মুজিবনগর দিবসে অনাড়াম্বের কারনে।

মে.প্র: সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১০/১১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মরহুম ছহি উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ভবরপাড়া গ্রামে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। এদিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার পর মার্চ মাসে বর্ডারের অবস্থা সেরকম ভয়াভহ না থাকায় ইন্ডিয়া থেকে লোকজন আসতো। একই সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইন্ডিয়া থেকে কিছু ঔষধপত্র, গোলাবারুদ এগুলো কিছু মানুষ এসে আমাদের অফিসে দিয়ে যেত। পরে ওগুলো আমরা আমাদের অফিস থেকে মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম। এরপর ২৬ই মার্চ ইপিআর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। পতাকা তোলার পর ২৮ই মার্চ থেকে ইপিআরক্যাস্প এখান থেকে চলে যায় চুয়াডাঙ্গাতে। ক্যাম্প চলে যাওয়ার পর আনসার সদস্যরা এখানে থাকে । আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিই।

মে.প্র: ১৭ই এপ্রিলের আগের কিছু ঘটনা বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ১৫ এপ্রিল আনুমানিক বিকাল ৪টা। আমি আর আমার সহকারী সুশিল মল্লিক বৈদ্যনাথতলা রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সময় হঠাৎ ইন্ডিয়া থেকে দুইজন লোক এসে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কারা? তখন আমরা বললাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের লোক, ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সামগ্রী আসলে সেগুলো আমরা নিয়ে ক্যাম্পে পৌছায়ে দিই। পরে তিনারা আমাদের নাম জানতে চাইলে আমরা নাম বলে দিই। তারপর তারা বললেন, তোমাদের এখানে বৈদ্যনাথতলা কোথায় আছে।

তখন আমরা বলললাম বৈদ্যনাথতলা তো এইটা। তখন তারা বৈদ্যনাথতলার বাগান দেখতে চাইলে আমরা তাদের বাগান দেখাইয়ে দিলাম। এমন সময় তাদের ভিতর থেকে শুশিল কুমার নামের একজন লোক পরিচয় করায় দিলো ক্যাপ্টেন মুনসুর নামের সেনা সদস্যের সাথে। তারপর তারা আমাদেরকে বললো এখানে একটা ছোট সভা হবে। আপনারা জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে কিছু দেবদারু গাছের পাতার একটা গেট ও কিছু চৌকি দিয়ে একটি

স্টেজ তৈরি করে দিয়েন। তারপর তারা আমাদের এখানে ইপিআর ক্যাম্পে থাকলো। আমরা তাদের কথামত ১৬ এপ্রিল একটা গেট ও স্টেজ তৈরি করে ফেললাম। গেটের একপাশে লিখে দিলাম ওয়েলকাম ও আরেকপাশে লিখে দিলাম স্বাগতম।

মে.প্র: আপনার দেখা প্রথম ১৭ই এপ্রিল সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: মুজিবনগরে ইপিআর নামের একটি ক্যাম্প ছিলো। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর সেই ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা থাকতো। তাদের সাথে আমরাও থাকতাম। ইন্ডিয়ায় থেকে যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আমরা মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম।
সে দিন ছিল ১৭ই এপ্রিল ভোর রাত। আমরা সকলে একসাথে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, মুস্তাক আহম্মেদ, ইউসুফ আলী, কর্নেল এম এ জি উসমানীসহ কয়েকজন মানুষ মুজিবনগরে আসেন।

এদিকে ১৭ ই এপ্রিল সভা করার জন্য সকল ব্যাবস্থা সম্পন্ন। সবাই তখন মঞ্চে উপস্থিত হল। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। এছাড়াও ক্যাপ্টেন এম মুনসুর আলীকে অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ এইচ কামরুজ্জামান কে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার মীর জাফর নামে পরিচিত খন্দকার মুস্তাককে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব।

হাজার হাজার উপস্থিত জনগনের সামনে ইউসুফ আলী প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান। সভা শেষ করার পর যখন তারা চলে যাবে এমন সময় আমাদের কয়েকজন আনসার সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করে তাদের বিদায় দেয়।

মে.প্র: তৎকালিন সময়ে মেহেরপুরের আর কোন কোন নেতাকর্মী সেখানে ছিল? আপনার জানা আছে কি না?
মোমিন চৌধুরী: মেহেরপুরে বর্তমানে যারা রাজনিতি করছে তাদের ভিতর ঐ সময় কেউই উপস্থিত ছিলো না।

মে.প্র: নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোমিন চৌধুরী: নিজের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। স্বাধিনতার এতো বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমার নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য দরখাস্ত করেছি। শুনেছি নাকি যাচাই- বাছাই পর্যায়ে আছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
# [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
```

[illegible]

কুর্মিটোলা হাসপাতালের একাধিক নার্স শুক্রবার জাগো নিউজকে জানান, কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আমরা বাসা থেকে কাপড়-চোপড়সহ নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিস নিয়ে ৪-৫ দিন আগে হাসপাতালে চলে আসি। আমাদের জন্য ডিউটি শেষে হাসপাতালের অদূরে রিজেন্সি হোটেলে রুম বুক করা হয়েছে বলে জানানো হয়। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও সেখানে নেয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

তারা আরও জানান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুখে শুনেছি, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সরা থাকবেন শুনে ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। পরে জানতে পারি গুলশানের একটি হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এখন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

তারা বলেন, করোনো রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসসহ নানা সমস্যা থাকায় কর্তব্যরত নার্সদের শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ে। এ সময় সুস্থ থাকার জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হলেও, তাদের ভালো খাবার সরবরাহ করার জন্য আলাদা বাজেট নেই, এমন অজুহাতে রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নার্সরা জানান, রোগীদের যে খাবার দেয়া হয় তাদেরকেও তিন বেলা সেই খাবার দেয়া হচ্ছে। রোগীর খাবার খেয়ে তাদের অনেকেরই পেটও ভরছে না বলে জানান।

তারা আরও জানান, বর্তমানে হাসপাতালটির ওয়ার্ড ও কেবিনে প্রায় দুইশর মতো করোনা রোগী চিকিৎসাধীন। এছাড়া আইসোলেশন ওয়ার্ডেও রোগী রয়েছে। অথচ নার্সদের পিপিই দেয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ বলছে, শুধুমাত্র যারা করোনা রোগীদের ওয়ার্ডে ডিউটি করবে তারাই পিপিই পরবে। কিন্তু ডেস্কে যারা রয়েছে তাদের পিপিই দেয়া হচ্ছে না। তবে এ মুহূর্তে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সব নার্সেরই পিপিই প্রয়োজনে বলে মনে করেন তারা।

নার্সরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সদের সমস্যা দেখার জন্য নার্সিং অধিদফতর থেকে করোনা সেল গঠিত হলেও, সেলের কেউ তাদের খোঁজ নেন না। তাদেরকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ (স্বানাপ) ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের নার্সদের আবাসিক ও খাওয়ার সমস্যা দ্রুত নিরসন

না করলে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে।

তারা আরও বলেন, চিকিৎসকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করলেও, নার্সদের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চোইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, খুব দ্রুতই আবাসিক ও থাকা খাওয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। জাগো নিউজ ২৪

করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৬৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস। ফলে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২৬৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৩৮ জনে।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। এতে নিজের বাসা থেকে সংযুক্ত হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজার ১৯০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এতে আরও ২৬৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ফলে দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে এক হাজার ৮৩৮ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ১৫ জন। এতে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ৭৫। আক্রান্তদের মধ্যে আরও নয়জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫৮ জন।

এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। চীন পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিয়ে উঠলেও এখন ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ লাখ ৮৫ হাজার প্রায়। মৃতের সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজারেরও বেশি। তবে সাড়ে পাঁচ লাখ রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৮৩৮। মারা গেছেন ৭৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি নানা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ। জাগো নিউজ24

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি

চোর শনাক্তে নতুন উদ্যোগ, সরকারি চালের বস্তায় থাকবে কোড নম্বর

এখন থেকে ওএমএস, খাদ্যবান্ধব ও ইপিওপিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় খাদ্য অধিদফতরের চালের বস্তার গায়ে বিশেষ কোড নম্বর দেয়া হবে। অমোচনীয় লাল কালির এই কোড নম্বরই বলে দেবে ওই চাল কোন জেলা, উপজেলা, এলএসডি বা কোন মিলের।

ফলে কোথাও চুরির চাল ধরা পড়লে কোড নম্বর দেখেই বোঝা যাবে কারা এর সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে বস্তার গায়ে ‘শুধু খাদ্য অধিদফতরের জন্য তৈরি’ লেখা থাকে।

ফলে চুরির চাল কোন জেলা, উপজেলার বা কোন গুদামের তা কেউ স্বীকার করেন না। ধরা পড়ে না আসল আপরাধী। এখন থেকে তার সঙ্গে কোড নম্বরও লেখা থাকবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সোমবার যুগান্তরকে বলেন, ‘আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করছেন প্রচুর পরিমাণে সরকারি চালচোর ধরা পড়ছেন। এসব অপরাধের সঙ্গে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, খাদ্য বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত।

চুরির চালের বস্তা ধরা পড়লেও সংশ্লিষ্টরা নানা অজুহাতে বলেন এটা তার গুদামের চাল নয়, অথবা পাশের উপজেলা বা জেলার। নানা ধরনের ফাঁকফোকর দিয়ে আসল অপরাধীরা বেরিয়ে যায়। এখন থেকে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, সিএসডি, এলএসডির সুনির্দিষ্ট কোড নম্বর অমোচনীয় লাল কালিতে চালের বস্তার গায়ে লেখা থাকবে।

ফলে নম্বর দেখেই শনাক্ত করা যাবে এই চাল কোন গুদামের। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর এসব অস্বীকার করে পার পাবে না। আইনানুযায়ী তার শাস্তি হবে।’ এ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা শিগগিরই জারি করা হবে বলেও জানান নাজমানারা খানুম।

ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদফতর থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার চিঠি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের (আরসি-ফুড) মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের (ডিসি-ফুড) কাছে পাঠানো হয়েছে বলে একাধিক আরসি-ফুড এবং ডিসি-ফুডরা যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, গুদাম থেকে বিতরণ করা খাদ্যশস্যের বস্তায় ‘বিতরণকৃত’ স্টেনসিল ও সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী এলএসডি/সিএসডি, জেলা, পণ্য ও মৌসুমের নামসর্বস্ব স্টেনসিল প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

ফলে বিভিন্ন জেলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আটক করা ‘শুধু খাদ্য অধিদফতরের জন্য তৈরি’ বস্তা পাওয়া যাচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে এ সব বস্তা কোন গুদামের তা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে খাদ্য অধিদফতর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, যা মোটেও কাম্য

নয়।

সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে ওএমএস, খাদ্যবান্ধব ও ইপিওপি খাতে বিতরণকৃত বস্তায় জেলা, উপজেলা, এলএসডি ও মিলের নাম সংবলিত কোড নম্বর প্রদান করতে হবে অমোচনীয় লাল কালিতে। এ জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সব গুদামের পাক্ষিক মজুদ যাচাইয়ের লক্ষ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকরা প্রতিটি উপজেলার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক ও খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক সমন্বয়ে কমিটি গঠন করবেন। কমিটি সরেজমিন এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন করে সংগ্রহ, ধান ছাঁটাই, ফলিত প্রাপ্তি, ইনভয়েস সূত্র প্রাপ্তি-প্রেরণ ও বিভিন্ন খাতে বিলি-বিতরণের তথ্য যাচাই করবে।

পরিদর্শনকালে খামাল কার্ড সূত্রে খামালের বাস্তব অবস্থান, খামালের উপরের স্তরের বস্তার সংখ্যা ও ওয়ারেন্টিসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করতে হবে।

অতঃপর প্রতিটি খামালের বস্তা গণনা করে কমিটির যৌথ স্বাক্ষরে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রতিস্বাক্ষর এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়নসহ প্রথম পাক্ষিকের মজুদ প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১৮ তারিখে এবং দ্বিতীয় পাক্ষিকের প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে আবশ্যিকভাবে পাঠাতে হবে।

চিঠিতে বলা হয়, বিতরণ করা খাদ্যশস্যের বস্তা আটক নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সে সম্পর্কে জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহাপরিচালককে অবহিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। কমিটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ঘটনা তদন্ত করবে। ঘটনার সত্যতা ও এর সঙ্গে জড়িতদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ দুই দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। সূত্র-যুগান্তর